বিদ্রোহীর শতবর্ষ
নজরুল পুনর্পাঠ

বিদ্রোহীর শতবর্ষ

নজরুল পুনর্পাঠ

খান মাহবুব

বিদ্রোহীর শতবর্ষ : নজরুল পুনর্পাঠ
খান মাহবুব

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২২

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা
দে'জ পাবলিশিং কলেজ স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য : ২১০ টাকা

Bidrohir Shotoborsho: Nazrul Punorpath by Khan Mahbub Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205
First Edition: January 2022
Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736 +88-01641863570 (bkash)
Price: 210 Taka RS: 210 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-95786-9-7

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

অনেককে আপন মনে হলেও
সবাই আপন নয়। পরিবেশ
পারিপার্শ্বিকতার কারণে আপনজনও অচিন হয়ে যায়।
মেকী মানুষের ভিড়ে দু-একজন মানুষ খাঁটি
বিরলপ্রজ, যাঁরা অবস্থান ও পরিবেশের
ভিন্নতায় সবসময় সাম্য ও শুভ্র আচরণ
ধরে রাখেন– এরূপ এক মানুষ
ভাতৃসম মো. আনিছুর রহমান মিঞা
নিগূঢ় ভালোবাসাসহ

প্রাক্‌কথন

মানুষের চেতনাকে সবচেয়ে বেশি উজ্জীবিত করে অপরাপর মানুষের কথা, সুর, বাণীর কর্ম, গতি, নৈবেদ্য ইত্যাদি। যুগ পরম্পরায় মানুষের মগজের লড়াইকে শানিত করে অগ্রায়ন ঘটিয়েছে সমাজের অন্যান্য কোনো মানুষ যারা সমাজকে বদলাতে চেয়েছে মানবিক ও প্রাণময় করতে। এই মনোচৈতনিক বোধ থেকে আধুনিক সমাজের যাত্রা। এই যাত্রায় কনফুসিয়াস, প্লেটো, সক্রেটিস হয়ে বাংলা ভূ-খণ্ডে বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিম, রবিঠাকুর, নজরুলের নাম প্রণিধানযোগ্য। এরা রাজনৈতিক পটপরিবর্তের সাথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণের অগ্রনায়ক হিসেবে ছিলেন অগ্রগণ্য। উল্লেখিত প্রত্যেকে স্বতন্ত্র সৃজনীশক্তির মাধ্যমে সমাজে প্রবহ করেছে মনুষ্য দর্শনের নববার্তা। মানুষকে জৈবরূপের সাথে অন্তর আলোকের দীপ্তিতে জাগরণ ঘটানোর রশদ দিয়েছে প্রত্যেকের সৃষ্টি। 'বিদ্রোহীর'-ঘ্রাণমাখা আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) আমাদের বহমান জীবনের সংগ্রাম, উৎসব, দ্রোহ, শোকে-তাপে নিত্যসঙ্গী। নজরুলের সৃষ্টির সবচেয়ে বড় উপজীব্য তেজ ও গতি। এই দুয়ের সম্মিলনে নজরুল সৃষ্টিকালের পুরো ক্ষণব্যাপী মানুষের মুক্তি বার্তা দিয়েছে স্বখেদে। তার সৃষ্টিতে শুধু বিজয়ী রূপ নয়, সাম্য, ঔদার্য্য, সম্প্রীতি, মানবিকতা, প্রেম, দ্রোহ সবমিলিয়ে ছিল মনের নিগূঢ় চাওয়ার এক বর্ণিল জগত– যে জগতটা মানুষের ভেতরে ভেতরে জাগরুক থাকে ছাই চাপা আগুনের মত। নজরুলকে এই বইয়ের মাধ্যমে উপস্থাপনের প্রয়াস রয়েছে তার 'বিদ্রোহী' প্রকাশের শতবর্ষ পর্বে যৎকিঞ্চিৎ-নব আঙ্গিকে ভিন্ন মাত্রায়।

কারণ উল্লেখ না করেই বলা যায় নজরুলের বিষয়ে গবেষণা, আলোচনা, বিশ্লেষণ, পুনর্পাঠ, নজরুল সৃষ্টির ব্যভিচ্ছেদ কাম্য মাত্রায় ঘটেনি। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বাংলাদেশের নজরুল ইন্সটিটিউটকে এখনও অনেকে দুঃখু মিয়ার দুখি প্রতিষ্ঠান মনে করে। নজরুলকে নিয়ে কিছু বই পুস্তক প্রকাশ, উৎসব আয়োজন থাকলেও জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কতটুকু দায় বহন করেছে সেটা প্রশ্নের সম্মুখীন। ত্রিশালে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় নজরুলের স্মৃতিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এটি একটি

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং কারিকুলামে নজরুলকে বিশেষ মর্যাদায় চর্চার দৃষ্ট হয় না। পশ্চিমবঙ্গে নজরুল চর্চার প্রতিষ্ঠান থাকলেও নজরুল অনুশীলন কম। এমনকি পাকিস্তানের করাচীতে ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত নজরুল একাডেমীতে এখন বাস্তবতায় নিরিখে কর্মতৎপরতা নেই। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে নজরুলের শাশ্বত জাগরণ এ অঞ্চলের বুভুক্ষু মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য একান্ত আবশ্যক। তাই নজরুলের অপার সৃষ্টি 'বিদ্রোহী' কবিতার শতবর্ষের মাহেন্দ্রক্ষণে নজরুলের আবহে আমাদের জাতীয় মুক্তির দিক-দিশার অন্বেষ আবশ্যক।

নজরুল আজন্ম দ্রোহী। স্বস্তি, শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য নজরুলের জীবনকে কখনো ছুঁয়ে দেখেনি। অভাব-অনটনে, ছন্দছাড়া জীবন তার। স্থির থাকতে পারেননি পেশা থেকে শুরু করে ব্যক্তিজীবনে দুর্যোগের ঘণঘটায় ভবপুর নজরুল জীবন। স্বল্পকালের কর্মজীবনে (কর্মকাল ১৯১৩ থেকে ১৯৪৪) প্রতিটি অস্থির মুহূর্তেও নজরুল সৃজনীতে কী বিস্ময়কর অবদানই না রেখেছেন।

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এক বর্ষণমুখর রাতে নজরুলের সৃষ্টি শতবর্ষী জয়ী কবিতা বিদ্রোহী। নজরুলের 'বিদ্রোহী'র রচনা ও প্রকাশকাল নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। 'বিদ্রোহী' রচনার পর নজরুলকে আর পিছনে তাকাতে হয়নি। মাত্র ২২ বছর বয়সে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌছে যান নজরুল। বিদ্রোহীর প্রতিটি পঙক্তি যেন বারুদ মাখা। তৎসময়ের ভারতবাসীর মুক্তির যুৎসই দাওয়াই 'বিদ্রোহী' শাসককুলকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। আর জনমানসে নকীব নজরুল এলান দিয়েছিল মুক্তির ডাকে। যেই বিষয়টা ছিল সেই সময়ে দিক-ভ্রান্ত মানুষের ভরসার আশ্রয়। উপনিবেশিক ভারতের মানুষ মুক্তির দ্রোহে বিদ্রোহীতে বার্তা পায়- 'আমি আপনারে ছাড়া করিনে কাহারে কুর্নিশ।'

বাল্য বয়সে লেটোর দলে যোগ দিয়ে নজরুলের সৃজনকর্মের সংযুক্ততা ঘটলেও করাচী সৈনিক ব্যারাক থেকে কলকাতা জীবনে ব্যাপ্তি ঘটে। কলকাতা পর্বে বিদ্রোহী রচনার পর নজরুলের কর্মজীবন সাংবাদিক হিসেবে শুরু হলেও চলচ্চিত্র থেকে নাটক, সংগীত থেকে গ্রামোফোন কোম্পানীতে কাজে সম্পৃক্ত হলেও নজরুলের প্রতিটি কর্মক্ষেত্র খণ্ডিত। ছয় মাস থেকে তিন বছরের অধিক নজরুলের কোনো পেশায় নিরবচ্ছিন্ন যোগ লক্ষ্যনীয় নয়।

আড্ডাবাজ, মজলিসি নজরুল সংগীতের রচনা, সুর ও কণ্ঠ দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি। সংগীতের তালে আপন ভঙ্গিতে নাচন-কুদনের নজীর মিলে। বোহিমিয়ান নজরুল শত প্রতিবন্ধকতার মাঝেও জীবনকে যাপন

করেছেন ঘনিষ্ঠ ভাবে। দু'পয়সা হাতে এলেই পোষাক থেকে সাজসজ্জার বাহার লাগতো নজরুলের। জীবনে একবার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য গাড়িও কিনেছিলেন ঋণ নিয়ে, বাগান বাড়ি তৈরির জন্য জায়গার বায়নাও দিয়েছিলেন তিনি অর্থ সংকুলান না হওয়াতে এসব উবে গেছে।

নজরুল সৃষ্টির প্রতিটি শাখায় সৃজনের উর্বর ফসল ফলিয়েছেন সম্পূর্ণভাবে। কবি নজরুলের বন্ধু মুজফ্ফর আহমেদ স্মৃতিকথায় লিখেছেন– "দৈনিক কাগজে লেখার অভিজ্ঞান আমাদের ভেতরে একজনেও ছিল না, তবুও যে (নজরুল) বড় বড় সংবাদ গুলি পড়ে সেগুলিকে খুব সংক্ষিপ্ত করে নিজের ভাষায় সংক্ষেপ করতে দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম। ঝানু সাংবাদিকরাও এই কৌশল আয়ত্ব করতে হিমশিম খেয়ে যান। তারপরে নজরুলের দেওয়া হেডিংয়ের জন্যও 'নবযুগ' জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

নজরুল সংগীতের সুর, তাল লয়ে সব সংযোজন ঘটিয়েছিলেন, নজরুলের সংগীত আকৃতি ও প্রকৃতিতে বাংলা সংগীতাঙ্গনে নব ধারা সৃষ্টি করে শতবর্ষ পেরিয়েও আবেদনময়ী ও প্রাসঙ্গিক। নাটক, উপন্যাস আর কবিতা সব কিছুতেই নজরুল সর্বব্যাপী। এতটা প্রশস্ততা ও গভীরতা নিয়ে বঙ্গ সাহিত্যে আবির্ভাব নজরুরের সমকাল থেকে বর্তমান অবধি সাক্ষাৎ মেলেনি।

নজরুল শুধু সুকুমার কলার সাধনাই করেনি বরং পরাধীন ভারতবাসীর রাজনৈতিক মুক্তির রক্তবারুদ ছিল তার লেখনীতে। নজরুলের রচনা নিষিদ্ধ, বাজেয়াপ্ত থেকে শুরু করে জেল জীবনে অন্তরীণ হতে হয়েছে নজরুলকে। এমন রাজনৈতিক মুক্তির দূত হিসেবে সৃজন সাধনার নজীর কেবল নজরুলের। অন্যায়, অবিচার, অধিকার হরণের প্রতিবাদে শুধু কলমই চালননি বরং রাজনৈতিক সভা-সমাবেশেও নজরুলের উচ্চারণ শাসককূলের বিরুদ্ধে আশংকা ও নির্ভীক ও দৃঢ়। এ জন্যই নজরুল যুগস্রষ্টা ও মুক্তির ত্রাতা।

নজরুলের মধ্যে কোনো আপোষকামিতা নেই। তাই বিয়ের শর্তে নজরুলের আত্মঅবমাননার শর্ত জুড়ে দিলে নজরুল বিয়ের আসর থেকে প্রিয়তমা নার্গিসকে পরিত্যাগ করতে এতটুকু বিচলিত হননি। নজরুল চিন্তা ও কর্মে স্বাধীনতার কাঙাল ছিলেন– এজন্যই স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রিক পরিমণ্ডলে কতটা প্রয়োজন তা নজরুলের রচনায় প্রতিভাত হয়েছে। নজরুল বলেছেন "স্বাধীন দেশে জীবনের সাথে সাহিত্যের স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে। আমাদের দেশে তা নেই। দেশ পরাধীন বলে এ দেশের লোকেরা জীবনের সকল ঘটনা থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে পারে না।"

[সূত্র: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য বিবেক, দেজ পাবলিশিং, করকাতা, ১৯৯৯]

নজরুল আরও সাহসী হয়ে লিখেন– পুড়িয়ে ফেল ঐ প্রাসাদের উপর যে নিশান বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের উপর প্রভূত্ব করছে। [সূত্রঃ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, নিশান বরদার, ধূমকেতু, ৩ নভেম্বর, ১৯ তম সংখ্যা] নজরুল চেয়েছেন মুক্ত-স্বাধীন পরিবেশে এই মাটি থেকে অঙ্কুরিত উপাদান থেকে সংস্কৃতির মূল উপজীব্য হোক। নজরুল সেই গন্তব্যকে আরাধ্য করে অবিচল আস্থায় পথ চলেছেন।

প্রগতির স্বপক্ষে নতুন কিছু হলে নজরুল সাধুবাদ জানিয়েছেন। সমাজ, সংস্কৃতি, জীবন ব্যবস্থায় নজরুল যে রেনেসাঁর কথা বলেছেন, সেটাই জাগরণের মূলমন্ত্র। নজরুল গতিপ্রবণ বলে তার মধ্যে ঝোঁক প্রবণতা লক্ষনীয়। তাই যখন যে কাজে যুক্ত হয়েছে মগ্নতার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে করেছেন। কাজের প্রতি নিজেকে এতটুকু কমতি ছিল না তার। নজরুলের লেখনীতে সাম্রাজ্যবাদীদের আরোপিত ইতিহাসের আখ্যান ও সংস্কৃতির সংজ্ঞার প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে এক দুর্মম প্রতি-বয়ান যার গভীরে আছে অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত ও সাম্রাজ্যবিরোধী রাজনৈতিক বিগ্রহ।

নজরুলের সমকালে সমালোচনা ছিল কিন্তু জনপ্রিয়তায় এতটুকু ছেদ পড়েনি। জনপ্রিয়তা নজরুলকে মানবমুক্তির ব্রতে গভীরভাবে নিবিষ্ট করেছে। নজরুলের লেখার ক্ষুরধার এমনি ছিল যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মাধ্যমেও নজরুল লক্ষ্যবস্তুতে অগ্নিবান নিক্ষেপ করতেন। নজরুলের লেখা হয়ে উঠত কালির বদলে রক্ত ডুবিয়ে লেখা মঞ্জুরি।

নজরুলের সৃজনী কর্মই যুগ উত্তীর্ণ। 'বিদ্রোহী' রচনার পর নজরুলকে কেন্দ্র করে সাহিত্য বলয় গড়ে ওঠে। নজরুল কেন্দ্রীভূত হয় নতুন যুগের দিক দিশারী রূপে। 'বিদ্রোহী' কবিতার তেজ, দীপ্তি ও গতি এতটাই প্রবল ও প্রগাঢ় ছিল যে পরাধীন ভারতবাসী পেল মুক্তির শক্তি ও পথনির্দেশ। বাংলা সাহিত্যে তো বটেই বিশ্বের কোথাও একটি কবিতা এতটা আলোড়ন সমাজে তুলতে পারেনি। 'বিদ্রোহী'তে নজরুল দেখিয়েছিলেন। "আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।" – শুধু নজরুলের নয় বঙ্গবাসীর পরাধীনতার সমস্ত বাঁধ খুলে দিয়েছিলেন নজরুল। নজরুলের আহ্বান স্বরাজ থেকে স্বাধিকার আন্দোলনকে জোরদার করেছে।

যে তেজ বিদ্রোহী কবিতায় প্রদর্শন করেছেন নজরুল তা স্বপ্রতিভাকে কর্ম জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। নজরুলের চলনে, বলনে ভূবনে-ভূষণে তার স্বাক্ষর মেলে পরবর্তী জীবনে। নজরুল পরবর্তীতে লিখেছেন–

.... রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা
তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা।

নজরুলের সমস্ত সৃষ্টিই কালোত্তীর্ণ হয়ে শুধু মনমোহিনী নয় বরং ভেদহীন সমাজ গড়ার আলোক বার্তাবাহী আজও। কিন্তু উপমহাদেশে নজরুল জনমানুষে বিরাজ করলেও সাহিত্যের পরিমণ্ডলে কাম্য মাত্রায় আলোচিত নয়। শতবর্ষ পেরিয়ে নজরুলের লেখার পঠন, গবেষণা ও বিদগ্ধ আলোচনা অতি আবশ্যক। এই আবশ্যিকতা আমাদের সামষ্টিক নবজাগৃতির জন্য প্রয়োজন। সমাজের ভেতর যে দূরাচার ও কূপমণ্ডুকতা বিরাজমান সেই পশ্চাদপদতা থেকে বেরিয়ে সমাজের সবাইকে এককাতারে দাঁড় করিয়ে উন্নয়নের সোপান গড়তে নজরুলকে বড়োই প্রয়োজন।

নজরুলের কর্মসম্ভার এত বিশাল যে মলাটবদ্ধ একক বইতে নজরুলকে ধারণ করা সম্ভব নয়। এই বইতে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার আদ্যোপান্ত তুলে ধরার পাশাপাশি, নজরুলের পেশা, ঝোঁকপ্রবণতা, সৃজনবৈচিত্র্য ইত্যাদির বিবরণ রয়েছে। পরিশিষ্টে নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থতালিকা সহ নজরুল সম্পর্কে অতি প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় সন্নিবেশ করা হয়েছে।

নজরুলের 'বিদ্রোহী' প্রকাশের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে নজরুলের উপর এ আমার সামান্য তর্পণ। আশাকরি নজরুলকে জানতে এ গ্রন্থ খানিক হলেও কাজে আসবে। প্রকাশের দায়গ্রহণের জন্য প্রিয়ভাজন প্রকাশককে শুভাশিষ। বইটির ত্রুটি বিচ্যুতি পাঠকদের কাছে প্রকাশ পরবর্তী কালে জানা গেলে পরবর্তী সংস্করণের শোধরানোর সুযোগ থাকবে।

পাঠকদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা–

খান মাহবুব
প্রাবন্ধিক ও গবেষক
খণ্ডকালীন শিক্ষক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
e-mail: mahbub-jahana. gmail.com
তারিখ : ১৬ ডিসেম্বর ২০২১

সূচিপত্র

নজরুলের বিদ্রোহী : তেজ, গতি ও গন্তব্য ॥ ১৫
স্বাধীনচেতা নজরুল সৃজনবৈচিত্র্য ॥ ২৩
সৃষ্টিকর্মে নজরুলের ঝোঁক বা প্রবণতা ॥ ৩২
কবি নজরুলের পেশা : পরিচিতি ও প্রকরণ ॥ ৪৭

পরিশিষ্ট-১ : কাজী নজরুল ইসলাম ঃ জীবনপঞ্জি ॥ ৬১
পরিশিষ্ট-২ : কাজী নজরুল ইসলাম ঃ বংশ লতিকা ॥ ৭৫
পরিশিষ্ট-৩ : কাজী নজরুল ইসলাম ঃ গ্রন্থপঞ্জি ॥ ৭৬
পরিশিষ্ট-৪ : কাজী নজরুল ইসলাম ঃ পত্রিকাপঞ্জি ॥ ৮৪
পরিশিষ্ট-৫ : নজরুলের রচনা ॥ ৮৫
পরিশিষ্ট-৬ : নজরুল-বিষয়ক গ্রন্থ ॥ ৯০
পরিশিষ্ট-৭ : জাতির পক্ষ থেকে নজরুলের সংবর্ধনা ॥ ৯৭
পরিশিষ্ট-৮ : রাজবন্দীর জবানবন্দী ॥ ১০০
পরিশিষ্ট-৯ : নজরুল ইসলামের পত্র ॥ ১০৪
পরিশিষ্ট-১০ : নজরুলের অপ্রকাশিত চিঠি ॥ ১০৬
পরিশিষ্ট-১১ : নজরুলের আধ্যাত্মিকতা ॥ ১০৭
পরিশিষ্ট-১২ : পূর্ববঙ্গের নজরুলের কয়েকটি আলোচিত সফর ॥ ১০৯
পরিশিষ্ট-১৩ : কাজী নজরুল ইসলামকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মাননা পত্র ॥ ১১০
পরিশিষ্ট-১৪ : কবি-প্রশস্তি ॥ ১১২

নজরুলের বিদ্রোহী : তেজ, গতি ও গন্তব্য

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) অবিভক্ত বাংলার বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলে সাহিত্যের নানা শাখায় সৃজনকর্মের মাধ্যমে প্রোজ্বল। নজরুলের সৃষ্টির ব্যপ্তি, গভীরতা, দর্শন, গতি, চেতনা, নববাণী ইত্যাদি এ অঞ্চলের মানুষের মনোজগতে নবচেতনার স্ফুরণ ঘটিয়েছে। জীবনকাল ৭৭ বছর হলেও সৃজনকাল অনাকাঙ্খিতভাবেই স্বল্প (১৯১১-১৯৪২) ১৯১১ এ লেটোরগানের দলে যোগদানের মাধ্যমে জীবিকা ও সৃজনের সমন্বয় ঘটালেও জীবনের জাগতিক বাঁধা নজরুলের সৃজনকর্মের ছেদ ধরাতে পারেনি। ১৯৪২ সালের পর দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে নজরুল অসার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উল্কার গতিতে ছুটে বাংলা সাহিত্যের বিবিধ শাখায় সোনালী ফসল ফলিয়েছেন।

নজরুলের জীবনের বাঁক পরিবর্তন হয় ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এক বর্ষণ রাত জেগে 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার মাধ্যমে। টুকরো কাগজে পেন্সিলে লেখা এই কবিতার মোহনী শক্তিতে তৎসময়ের দূর্যোগের ঘনঘটায় নিমজ্জিত ভারতবাসীকে তন্দ্রার ঘোরটোপ কাটিয়ে রক্তশিরায় এমন গতি ও প্রাণপ্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন যা নজিরবিহীন ও অবিশ্বাস্য। 'বিদ্রোহী' কবিতার বিদ্রোহী চেতনাতো বটেই নানামাত্রিক দিক পরিব্যপ্ত রয়েছে। সমাজকে ভেঙেচুড়ে সকল অন্যায়-অবিচার, কুসংস্কার, কূপমন্ডুকতা, বিলীন করে নতুন সমাজ গড়ার অমিয় বার্তার সঙ্গে সাম্য, মানবিকতা, ন্যায়বোধ ও ভেদহীন সমাজের বয়ান ছিলো। 'বিদ্রোহী' কবিতার আকৃতির চেয়ে প্রকৃতি বড় উপজীব্য। কবিতার প্রতিটি চরণ ও পঙক্তিতে বিভিন্ন বক্তব্যের আদলে ও প্রকাশে যে গতি, তেজ, উপমা ছিলো তা প্রণিধানযোগ্য। মূলত এসব বিষয়েই 'বিদ্রোহী' কবিতাকে একটি শুধু কবিতা নয় সামগ্রিক সমাজ পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতের ক্যানভাস এঁকে দিয়েছেন।

'বিদ্রোহী' কবিতা নজরুল রাত জেগে মস্তিষ্কজাত চিন্তা ও ভাবাবেগ শুধু

কাগজের জমিনে নামিয়ে এনেছেন এমন নয়; এই কবিতার গতি ও তেজের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অবলোকনে ওই সমাজ, সংস্কৃতি, ও নজরুলের মনোভূবন আলোকপাত দাবিদার।

'বিদ্রোহী' কবিতার পটভূমি ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, বঙ্গভঙ্গ, খিলাফত আন্দোলন, অসহযোগ ইত্যাদির ভারতীয় জাতীয় অনুঘটকের ক্রান্তিকাল। বঙ্গভঙ্গ ও তৎপরবর্তী সময় (১৯০৬-১৯১৬) দশ বছর বাংলার বিপ্লবী যুগের প্রভাতকাল। নজরুল ছিল আজন্ম বিদ্রোহী ও মুক্তিকামী মানুষের ত্রাতা।

কাজী নজরুল ইসলামের পক্ষে 'বিদ্রোহী' লেখা সম্ভব হয়েছে তার কারণ ছাত্রাবস্তায় তিনি বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে বিপ্লবী ধ্যান-ধারণা লাভ করেছিলেন। তাঁর হৃদয়ে দেশপ্রেমের আগুন জ্বলেছিলো। সৈনিক হিসেবে যোগ দিয়ে তিনি আন্তর্জাতিক চেতনা লাভ করেছিলেন।[১]

বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য মিথ, পুরাণের সঙ্গে নজরুল অল্প বয়সেই সখ্যতা গড়েছিলেন। সৈনিক বৃত্তি থেকে এসে কলকাতায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফফর আহমেদের সংস্পর্শে কমিউনিস্ট ম্যানুফেস্টো, পৃথিবীর ইতিহাস, মানব সমাজের বিবর্তনের বিষয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন। নজরুলের মনভূমি পরিপূর্ণ ছিল জ্ঞানসাধনা ধর্মনিরপেক্ষতা সংস্কারমুক্ত, নির্ভীক ও তেজদীপ্ত।

'বিদ্রোহী' রচনাকালে ভারতীয় রাজনৈতিক বলয়ের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের সংযোগ ও সংশ্লেষ ছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৭৭৫-১৭৮৩) ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৭-১৭৯৯) এবং রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব (১৯১৭)-এর ঘটনাক্রম নজরুলকে সজাগ ও করণীয় সম্পর্কে সংহত করেছিল।

'বিদ্রোহী' কবিতার তেজ, দীপ্তি, গতি ও বিদ্রোহী চেতনা এতটাই প্রবল ও প্রগাঢ় ছিল যে, সকল প্রচল পরিধি ভেঙে ১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারি সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশের পর চারদিক বিস্ফোরিত সাড়া পড়ে গেল। তৎসময়ে দুইবারে 'বিজলী' পত্রিকা ২৯ হাজার কপি ছাপা হয়েছিল শুধু 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের জন্য। বালাবাহুল্য, ১৯২১ সালেই গান্ধীর নেতৃত্ব অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়েছিল।[২]

'বিদ্রোহী'র রচনার সময় ও প্রকাশকাল নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। অনেক গবেষক দাবি করেন 'বিদ্রোহী' প্রথম 'মোছলেম ভারত' পত্রিকায় ছাপা হয়।

তরুণ সমাজ নিজ করণীয় নির্ধারণে দিগ্‌ভ্রান্ত যখন, ঠিক সে সময় 'বিদ্রোহী' কবিতার আবির্ভাব। সাহিত্যিক শিশির করের ভাষায় 'বিদ্রোহী' কি কবিতা না আগুনের গোলা? বাঙালির শিরায় শিরায় যেন বয়ে গেল তরল অনল।[৩]

তরুণরা পেল নতুন তেজ, জাগরণের বীজমন্ত্র, মুক্তির নতুন সোপান। নজরুল যেন রেঁনেসাসের দূত। 'বিদ্রোহী' কবিতার কিছু সমালোচনা হলেও কবিতার গতি,